



## 7489 - শূকররে গোশতরে মানোননয়ন প্রকল্পে চাকুরী করার আকর্ষণীয় প্রস্তাব

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: আকর্ষণীয় সুযোগ-সুবিধাসহ আমি এক কোম্পানির পক্ষ থেকে চাকুরীর প্রস্তাব পয়েছি। আমার কাজের ধরনটা হবে কোম্পানির গবেষণাগারে শূকররে জনি নিয়ে গবেষণা করা। এ গবেষণার চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে- শূকররে উৎপাদন ও জনেটিকি মানোননয়ন করা। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে গোশতরে মান উন্নত রাখতে শূকররে প্রজনন বাড়ানো এবং গ্রাহকরে ভোগরে জন্ম তা বাজারজাত করা। অর্থাৎ ইসলামে নষিদিধ শূকররে গোশত গ্রাহক কর্তৃক ক্রয় ও ভোগ করার উৎস থেকে আমার বতেনটা আসবে। প্রশ্ন হল- এ ধরনের উৎস থেকে অর্জিত সম্পদ কি বধৈ হবে? আমি কি এ চাকরতিে যোগদান করব? নাকি প্রত্যাখ্যান করব? দ্রুত উত্তর দলিে কৃতজ্ঞ থাকব; যাতে আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নতিে পরি। আল্লাহ আপনাদরেকে উত্তম প্রতদিন দনি।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

মুসলমানরে জন্ম শূকররে গোশত খাওয়া হারাম। দললি হচ্ছে- আল্লাহ তাআলার বাণী (ভাবানুবাদ):“বলুন, যা কিছু আমার কাছে ওহী করা হয়ছে, তাতে আহরকারীর আহর হিসেবে কোনে কিছুই নষিদিধ পাই না — মরা প্রাণী, প্রবহমান রক্ত ও শূকররে গোশত ছাড়া; কারণ তা (শূকররে গোশত) অপবতি্র এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যরে নামে পাপরে জবাই ছাড়া। তবে যৈ ব্যক্তি অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে নয়; নরিপায় হয়ে এগুলো গ্রহণ করে, নশিচয় আপনার রব ক্షমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আল আনআম:১৪৫]

অনুরূপভাবে শূকররে গোশত ক্রয়বক্রয় করাও হারাম। জাবরে রাদয়ীল্লাহু আনহু হতে বরণতি, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কা বজিয়রে বছর বলতে শুনছেন-তখন তিনি মক্কায় ছিলেনে-“নশিচয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মরা প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বক্রয় হারাম করছেন। জিজ্ঞাসে করা হল- ইয়া রাসূলুল্লাহ! মরা প্রাণীর চর্বরি ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? তা দয়িে তৌ জাহাজে প্রলপে দয়ৌ হয়, চর্ম তলৈ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, বাতি জ্বালানৌের কাজে ব্যবহার করা হয়। উত্তরে তিনি বললেনে:না; ওটা হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনে: আল্লাহ ইহুদিরেকে নপিত করুন। আল্লাহ যখন মরা প্রাণীর চর্বা হারাম করলনে তখন তারা চর্বা গলয়িে বক্রয় করল এবং এর মূল্য ভক্ষণ করল।” [সহহি বুখারী (১২১২), সহহি মুসলমি (১৫৮১)]



অতএব, আল্লাহ যখন কোনো জনিসিকে হারাম করেন তখন তিনি এর মূল্যকণ্ডে হারাম করেন। অনুরূপভাবে হারাম কিছু বাস্তবায়নরে মাধ্যমও হারাম। মূল কাজরে য়ে হুকুম মাধ্যমরেও সয়ে হুকুম। হুকুমরে দকি থেকে এতদুভয়রে মাঝে কোনো পার্থক্য নয়ে। উপরন্তু মুসলমানরে জন্য ফাসকে বা পাপাচারী গণেষ্টীকে শরয়িতবরিরোধী কাজকর্মরে সহায়তা করা জায়যে নয়। মুসলমানরে বরং উচতি হল- যতদূর সম্ভব তাদের শরয়িতবরিরোধী কাজকর্মরে বাধা য়ে দাঁড়ানো। তাদেরকে এসব কর্ম থেকে বারণ করা। তাদের জন্য হারাম বস্তুর উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। আপনি কি পছন্দ করবনে- আপনি হারাম বস্তুর উন্নয়ন, সটৌন্দর্য বর্ধন ও উৎসাহ প্রদানরে মাধ্যম হবনে এবং এসব হারাম প্রচার, প্রসার ও ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবনে?

আমার তো মনে হয় আপনি বলবনে: ‘নাউযুবল্লাহ’ (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই), আমি নিজরে জন্য এমন জনিসি কখনো পছন্দ করব না; যা আমার সৃষ্টকর্তা পছন্দ করেন না। যত বেশি বতেনই দেওয়া হোক না কনে আমি এ হারাম কাজ কখনো করব না। রযিকিরে মালকি আল্লাহ। আপনি অন্য কোনো হালাল রুজরি তালাশ করুন।

আমরা আল্লাহর নকিটে প্রার্থনা করছি তিনি যনে, হালাল রুজি দিয়ে আমাদেরকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখনে এবং তাঁর নিজ অনুগ্রহে অন্যরে মুখাপকেষতি থেকে আমাদেরকে দূরে রাখনে।